R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিনি ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১৫ সাল। ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

দাদাঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় জঙ্গিপুর পুরসভার কাছে অন্যান্য পুরসভার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত —পুরমন্ত্রী

অসিত রায় : নির্বাচনী প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস, আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি কর্মকান্ডের মধ্যে ভোটারদের মন জয়ের নানা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে মন্ত্রী বা জনগণের প্রতিনিধিদের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য্য এসেছিলেন ঠাঁসা কর্মসূচী নিয়ে গত ২০ ফেব্রুয়ারী। সফর সঙ্গী ছিলেন জঙ্গিপুরের পুর প্রধান মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। তার পরের দিনই এসেছিলেন সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর সংসদীয় এলাকা জঙ্গিপুরে। অশোকবাবুর প্রথম কর্মসূচী শুরু হয় জঙ্গিপুরে ৩নং ওয়ার্ডে নবনির্মিত ম্যারেজ হল (শেষ পৃষ্ঠায়)

আজমাইলের মৃত্যু রহস্য ঢাকতে পুলিশকে না জানিয়ে তাড়াহুড়ো মৃতদেহ কবর দেয়া হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নওদা গ্রামের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আজমাইল সেখ (১৭) গত ১৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যেয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরেনি। তার বাবা-মা সারারাত ছেলের খোঁজ-খবর করে নিরাশ হন। পরদিন সকালে গণকর ও মনিগ্রাম রেল ষ্টেশনের মাঝামাঝি লাইনের ধারে আজমাইলের রেলে কাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, নওদা গ্রামের একটি গরিব পরিবারের মেয়ের সাথে তার ভালবাসা ছিল। আজমাইলের কয়েকজন বন্ধুও মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। গ্রামবাসীদের অনেকের সন্দেহ (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রাঃ শিক্ষার হাল দেখে হতাশ হলেন রামপাল সিং

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের বাম জামানায় শিক্ষার অগ্রগতির কথায় আলোচনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়াল আজকের ২৪ তম পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্মেলনে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ফরাক্কায় এনটিপিসির নজরুল মঞ্চে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় শিক্ষক সংঘের সভাপতি রামপাল সিং। এছাড়া ছিলেন ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক, মালদার সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী, ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারী ইলা পাল বসু, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক স্বদেশ ভট্টাচার্য্য, নিখিল বসু, জেলা সম্পাদক অসীম ঘোষ প্রমুখ। (শেষ শিক্ষার)

গৃহপালিত পশুর মড়কে পশু স্বাস্থ্য বিভাগ নির্বিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের গকুলতা, নাচনা, পাউলী, সাওরাইল ইত্যাদি গ্রামে গৃহপালিত পশু খুরিয়া রোগে মারা যাচ্ছে। অথচ পশু চিকিৎসা দপ্তরে কোন হেলদোল নেই। সব থেকে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে ছাগল ও গরুর বাচ্চা। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জে পশু হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য প্রাণী সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী আনিসুর রহমানের উদ্যোগে এবং জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের একান্ত প্রচেষ্টায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী হল সংলগ্ন মাঠে পশু হাসপাতাল নির্মাণের পথে। এর জন্য আপাততঃ বাজেট ধরা হয়েছে ৫৬ লক্ষ টাকা। মহকুমার (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরে ফায়ার ব্রিগেড

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমা শহরের গুরুত্ব মতো জঙ্গিপুর পুরোনো বাসষ্ট্যান্ড চত্বরে ফায়ার ব্রিগেড নির্মাণের প্রয়োজনে জায়গা নির্ধারণ করা হলো গত ১২ ফেব্রুয়ারী। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। প্রায় ২০ কাঠা জায়গা এর জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে খবর।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

আজিমগঞ্জ সংবাদ

১৩ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

নাগালের বাইরে

বাজারে এখন শীতের মরশুমে বিভিন্ন শাক-সব্জির প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে। কোন্ শাক-সব্জি লোকে খাইবে না খাইবে, নির্ধারণ করা সুকঠিন হয়। তাই এই শীতের সময়ই দরিদ্র মানুষ তাঁহাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও তরিতরকারী খাইবার কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য পাইয়া থাকেন। শীতকাল যেমন শস্যের, তেমনি শাক-সব্জির ঋতু।

কিন্তু এই বৎসর শীতকাল শাক-সব্জির প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি যাহাই লইয়া আসুক না কেন, মানুষের ঘরে, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের ঘরে তাহার যেন প্রবেশাধিকারে বাধা আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময় বিভিন্ন শাক-সব্জি যে অগ্নিমূল্যের তক্মা আঁটিয়া ডালা-ঝুড়ি কামড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সাধারণ মানুষের 'হা-হুতাশ' করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই।

আলু, সিম, বেগুন, কপি, টমেটো, মটরশুটি ইত্যাদি দরের এমন আভিজাত্য লইয়া আছে যে টাকা-পয়সার জন্য একমাত্র 'কুছ পরোয়া নাই' মার্কা মানুষ ছাড়া আর কেহ তাঁহাদের বাজারের থলিতে সব্জিকে স্থান দিতে পারেন না। ইহার উপর যুক্ত হইয়াছে চাল-আটার অগ্নিমূল্যতা। দর দাম কমিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

তাহার উপর সম্মুখে লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচন বৈতরণী পার হইতে সব রাজনৈতিক দলই শিল্পপতিদের নিকট অর্থ সংগ্রহে নামিবে। শিল্পপতি বা ব্যবসাদাররাও জিনিসপত্রের দর বৃদ্ধি করিয়া ইহার ফায়দা লুটিবে। এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে যুগ যুগ ধরিয়া। আবার জিনিসপত্রের উচ্চ মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজনৈতিক দলগুলি সোচ্চার হইয়া জনগণকে বোকাও বানাইতেও পিছু পা হয় না। তাই সাধারণ মানুষেরও ইহাতে কোন উপকার হয় না।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝেমধ্যে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারের সমালোচনা করিয়াছেন। অভিজ্ঞতায় বলে যে, রাজ্য সরকার ইহার কোন গুরুত্ব দেয় না। সুতরাং দর বাড়ুক, চিৎকার চলুক, কড়া কড়া সমালোচনা হউক—কিছুই আসে যায় না।

মাহিনগরের মৃত্যুঘণ্টা

অনুপ ঘোষাল

কথায় বলে, কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ। শেষ পৌষে এক বাল্যবন্ধুর নিমন্ত্রণ পেয়ে আজিমগঞ্জ যাবার সময় করে উঠতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত প্রথম ফাল্গুনের সকালে গঙ্গার তীরবর্তী আজিমগঞ্জের পার্শ্ববর্তী সেই গ্রামে গিয়ে আসন্ন সর্বনাশের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে ফিরে এলাম। গ্রামের নাম মাহিনগর। সেখানকার জনপদের এক বৃহদংশের মৃত্যুঘন্টা বেজে গেছে।

উন্নয়নের হিড়িক পড়েছে দেশ জুড়ে। প্রদীপের নিচে অন্ধকার কেউ নজর করে না। লালুপ্রসাদ রেলের বাজেটে চমক দেন। খবরকাগজে হেডলাইন। একই দিনে রেল দুর্ঘটনায় ওড়িশায় ক'জন মারা পড়ল, তার হিসেব রাখে কে? করমন্ডল এক্সপ্রেস উল্টে যাবার খবর বাজেটের নিচে চাপা পড়ে যায়। আজিমগঞ্জ জংশনে ভাগীরথীর ওপর দিয়ে নতুন রেলব্রিজ হয়ে শিয়ালদা সেকশনের লাইন, নতুন হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস, লালগোলা পর্যন্ত ইলেকট্রিফিকেশান—ইত্যাকার উন্নয়নের ঢাকঢোল মাহিনগরের মানুষের কান্না চাপা দিয়ে উচ্চকিত করে তোলে লালুকীর্তন। কিন্তু এই নতুন ব্রিজ এবং রেললাইন তৈরীর জন্য কত মানুষের চোখের জল গঙ্গাতীরবর্তী বালিমাটিতে শোষিত হচ্ছে তার খবর রাখেন ক'জন?

বাল্যবন্ধু শ্রীমৎ স্বামী অখিলানন্দ। মাহিনগরের পরমানন্দ মিশনের গেরুয়া-ধারী সন্ন্যাসী। মাসদেড়েক ধরে বারংবার নিমন্ত্রণ। আহ্বানের আন্তরিকতাকে অবহেলার সাধ্য ছিল না। মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে স্বর্গগত শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ-র জীবন এবং আধ্যাত্মিক ও মানবসেবা-মূলক কাজের আভাস পেতে চলে গিয়েছিলাম সেখানে। আশ্রমটা ঘুরেফিরে দেখে মন ভরে গেল। গঙ্গার তীরে শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ। দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। আশ্রমের অন্যতম পরিচালক ব্রহ্মচারী বিজয় সারাদিন গ্রামের মানুষের ঘরে ঘরে টিউশন করে অর্থ জোগান দিচ্ছেন আশ্রমে। আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। কেউ ব্রহ্মচারী, কেউ সন্ন্যাসী, কেউ গৃহস্থ। সকলের মিলনক্ষেত্র পরমানন্দ মিশন। শান্তির পীঠস্থান। অখিলানন্দ আমার কাছে সাহিত্যচর্চার নতুন কিছু নমুনা চেয়ে নিয়ে বললেন, আমি এগুলো মন দিয়ে পড়ি, তুই বরং গ্রামের মানুষের সঙ্গে একটু ঘুরে আয়; দেখে আয় ওদের অবস্থা।

গোটা দুপুর গ্রামের বাড়িবাড়ি ঘুরে দেখলাম। ভাগীরথীর তীরে বর্ধিষ্ণু জনপদ। ঘন বসতি। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবার। শিক্ষিত মানুষও কম নেই। সরকারী চাকরিজীবি যেমন আছেন, তেমনই আছেন বেশ কয়েকজন শিক্ষকও। স্থানীয় হাই স্কুলের অবসর-প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উমাপদ মন্ডল গ্রামের ভিতরটা ঘুরে দেখিয়ে নবনির্মীয়মান রেলব্রিজ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন উৎসাহী ও ভুক্তভোগী বেশ কিছু গ্রামবাসী।

উৎসাহের কারণ আমার লেখায় যেন তাঁদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায়। সামান্য সাংবাদিক হিসাবে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সংবাদ প্রকাশের পর বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দপ্তরে সেই খবরটা পেঁাছে দেবার দায়িত্ব নিশ্চয় নেব।

সমস্যা কী? রেলদপ্তরের অধিগ্রহণে গরিব মানুষের জমিজমা তো যাচ্ছেই, লাইনের জন্য সুবিধেজনক পথ পেতে বেশ কিছু বাড়িঘরের ওপর দিয়ে রুট-ম্যাপ এঁকে ফেলাও হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে চিহ্ন মুছে যাবে কাঁচা-পাকা বাড়িগুলোর। উৎখাত হওয়া মানুষের জমিটুকুর জন্য হয়তো একটা সান্ত্বনা-মূল্য ধয়ে দেয়া হবে। কিন্তু তৈরী ঘরবাড়ির ক্ষতিপূরণ? সরকারের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। বাহাত্তরটি দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে কোথায় মাথা গুঁজবে, ঠিকানা নেই।

অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী চন্দ্রক্ষত্রিয় (চাঁই) গোষ্ঠীর। ওঁদের ৭২টি পরিবার সহসা উদ্বাস্তু হবার মুখে। সহদেব মন্ডলের সদ্যনির্মিত দালানবাড়ির বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম। বাস্তু-জমিটির দাগ নম্বর ১৭৯। শক্তপোক্ত সিমেন্টের গাঁথনি। বাইরের দিকে সর্বত্র প্লাস্টার পর্যন্ত শেষ হয়নি। সব ভেঙে ফেলবে ঠিকেদারের লোকলস্কর। তাঁতিয়া কনস্ট্রাকসানের কাজ চলছে জোরদার। জমি অধিগ্রহণের নোটিশ এসে গেছে। জমির দাম যেখানে কাঠা প্রতি ৩০/৪০ হাজার টাকা, সেখানে দেয়ার কথা চলছে মাত্র ১০/১২ হাজার টাকা। ১৯৪ দাগ নম্বরের জমির বর্তমান মালিক বিশ্বনাথ ওরফে বিষ্ণুনাথ হাহুতাশ করছেন, কোথায় যাব বলুন এখন! এঁদের মত শ্যামাপদ এবং গণেশ মন্ডল (জমির দাগ নং ১৭৮) সকলেই ঘর থেকে আকাশের নীচে দাঁড়াবার দুঃস্বপ্ন দেখছেন। গোপাল আর (৩য় পৃষ্ঠায়)

দাদাঠাকুরের চিঠি

শীলভদ্র সান্যাল

শুনছি নাকি তোরা আমার মূর্তি দিবি পথের মোড়ে ?
শত্রুতাটা করলি তবে রীতিমতন হিসেব ক'রে !
বুঝিনা হায়, এ সব তোদের কেমন ধারা আদিখ্যেতা
মূর্তি-মালা মানায় ভাল, যাঁরা হলেন দেশের নেতা
ধরনা যেমন ; গান্ধী, সুভাষ, বিধানবাবু বা নেহেরু
কিম্বা যাঁরা অমর শহীদ, কিম্বা যাঁরা ধর্মগুরু
কিম্বা যিনি সবার ওপর, জোড়াসাঁকোর রবিঠাকুর
মূর্তি গড়ে পূজা করে সবাই তাঁকে বানায় ঠাকুর
এঁরা হলেন দেশ গৌরব, মহাপুরুষ, মানের মানী
এঁদের মাঝে আমায় আবার করিস কেন টানাটানি ?
ঠোঁট-কাটা এক বামুন ছিলাম, জন্মাবধি লক্ষ্মীছাড়া
লক্ষ্মী ধরার ফাঁদ পেতে তাই নিত্য হতাম দিশেহারা
বিদূষকও সাজতে হল করতে জোগার ক্ষুধার অন্ন
নইকো আমি কেউ কেটা কেউ, নইকো আমি স্বনামধন্য
কেবল 'অ-পদ'-স্থ আমি হইনি কোথাও জুতো পরে
সমস্ত কাজ করে গেছি স্ব-মস্তক পুঁজি করে।
এক বান্ডিল কাগজ নিয়ে সঙ্গী করে হুঁকো ছাতা
রুজির টানে রেলে চড়ে যেতাম ছুটে কলিকাতা
খোলা গায়ে, খালি পায়ে চেহারাটা সৃষ্টি ছাড়া
পরনে এক খাটো ধুতি, কোনওক্রমে কোঁচামারা
ছোট্ট একটা প্রেস চালাতাম, পত্নী আমার ছিলেন সাথী
এখন সে প্রেস চালায় নাকি আমারই এক কুলের বাতি
যাহোক সারাজীবন গেল প্রখর তাপে দুঃখ সয়ে
সেই পন্ডিত প্রেসে আমি বেশ তো ছিলাম ছবি হয়ে
আর কিছু না থাকুক, তবু মাথার ওপর ছাদ ছিল
ঘরের কোণে বুড়োর সুখে বোধহয় তোদের বাধছিল
তাই কি আমার মূর্তি গড়ে আনলি টেনে পথের 'পরে
লোক চক্ষুর সম্মুখেতে, ঠান্ডা বা রোদ বৃষ্টি ঝড়ে ?
বেঁচে থেকে জীবন গেল নানাবিধ দুঃখ তাপে
এখন আবার রইব খাড়া নতুন রকম মনস্তাপে !
সবার দেখি একই দশা মূর্তিগুলো পথের 'পরে
ময়লা পড়ে, শ্যাওলা ধরে পড়ে থাকে অনাদরে
পথের পাশেই আবর্জনা, মাথার ওপর কাক বসে,
গরু-মহিষগুলো এসে ষ্টাচুর গোড়ায় গা ঘষে !
নাই বা তোরা করলি বাপু এমন ভীষণ কমিটমেন্ট
নাই বা আমার মূর্তি গড়ে দিলি এমন পানিশমেন্ট !
রসিকতার মিছরি দেওয়া দুঃখ সয়ে হায় কত না
কে জানতো ভাগ্যে ছিল এমন খ্যাতির বিড়ম্বনা ॥

স্কুল ভোটে কংগ্রেস জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমিতির নির্বাচন গত সপ্তাহে উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি, তৃণমূল প্রত্যেকেই প্রার্থী দেয়। মোট প্রার্থী ছিল ২৬ জন। পুলিশী তৎপরতায় ভোট শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। এবার ছটি আসনই সিপিএমকে পরাজিত করে কংগ্রেস দখল করে। এর আগের বোর্ডও কংগ্রেসের দখলে থাকলেও সিপিএমের প্রতিনিধি ছিল।

জেনারেল ম্যানেজারকে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লক আই. এন. টি. ইউ, সি গত ১৭ ফেব্রুয়ারী '০৯ স্থানীয় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেন গেটে বিশাল জনসমাবেশ করে। জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন নওদার বিধায়ক আবু তাহের ও মৃণালকান্তি ঘোষ। তাঁরা বিভিন্ন দিক নিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন। জমিহারা পরিবারের বেকার ছেলেদের চাকরী, বিদ্যুৎ এলাকা থেকে ব্যাপক চুরি বন্ধ ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়। অবস্থানে মিলন চৌধুরী, শুভ্রা ঘোষ, কামারুজ্জামান কামাল, সেখ নিজামুদ্দিন, অজয় চ্যাটার্জী বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেকেই তাদের বক্তব্যে লোহা চুরি, কয়লা চুরি, কাঠ চুরিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের গার্ড ও কিছু কর্মী জড়িত বলে অভিযোগ করেন। অবস্থান সভায় সভাপতিত্ব করেন আই. এন. টি. ইউ. সির ব্লক সভাপতি ইসরাইল সেখ।

মাহিনগরের মৃত্যুঘন্টা (২য় পৃষ্ঠার পর)

সুপল মন্ডলের জমি গেছে ১২ বিঘার মত। সরকার কি এঁদের জন্য কোনও পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিতে পারে না ?

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এত মানুষের জায়গা সরকার দেবে কোত্থেকে। আগে নসিপুর থেকে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথে নদীর ওপর ব্রিজ ছিল। স্তম্ভের স্মৃতিচিহ্ন আজও অটুট। সেখানে ইংরেজ আমলে অধিগৃহীত শতশত একর জমি এখনও পড়ে আছে। সেদিকে জমিহারাদের সমপরিমাণ জমি এবং যাদের বাড়িঘর ভাঙা পড়বে—সকলকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া কি একেবারেই অসম্ভব ?

যেটুকু ক্ষতিপূরণ দেবার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যেও চালাকি। রিভারলিফট লাগোয়া তিন ফসলা জমির (যার দাম বিঘা প্রতি ১ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা) জন্য ৮২ হাজার টাকা দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

গ্রামবাসীদের হাতে যাহোক একটা সান্ত্বনার মোয়া ধরিয়ে মাহিনগরের নিরীহ মানুষজনকে উৎখাত করে উন্নয়নের ধ্বজা তুলে ধরার নিরন্তর প্রয়াস দেখে উল্লসিত হবে কোন বিবেকবান ? ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর কথা কেউ ভাববে না ? মাহিনগরের মৃত্যুঘন্টা বেজেই চলবে আর বিচারের বাণী কি কেঁদেই চলবে নীরবে নিভৃতে ?

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই ফাল্গুন-বৈশাখের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি
চলে আসুন।
নিউ
কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

ওডিশি নৃত্যকলা প্রদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ দাদাঠাকুর মঞ্চে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশানাল রুরাল কালচারাল সেন্টার এবং মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সহযোগিতায় ধ্রুপদী নৃত্য ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়ে গেল রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায়। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ছবিরঞ্জন মজুমদার এবং রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মানসী মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী গীতা মহলিক তাঁর অপূর্ব ওডিশি নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। দাদাঠাকুর মঞ্চের ভাঙাচোরা মেঝেয় শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করতে পদে পদে বাধা পান বলে খবর।

গৃহপালিত পশুর মড়ক (১ম পৃষ্ঠার পর)

মারা গেছে নিমাই মালের ১টি ছাগল, তুলসী মালের ৩টি ছাগল, বরুণ মালের গরুর বাচ্চা, ফটিক মাল ও জীবন মালের ৩ মাসের গরুর বাচ্চা। পশু চিকিৎসাকেন্দ্রে জানিয়েও কোন চিকিৎসা বা সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ।

হতাশ হলেন রামপাল সিং (১ম পৃষ্ঠার পর)

রামপাল সিং বলেন, একটা সময় ছিল যখন শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ ছিল সবার আগে। কিন্তু ৩১ বছর ধরে রাজ্য সরকারের খামখেয়ালিপনায় শিক্ষার মান তলানিতে পেঁাছেছে। এখানে আন্দোলন হয় বিদ্যুৎ নিয়ে, রাস্তা নিয়ে, পেট্রল, ডিজেলের দাম নিয়ে অথচ শিক্ষার জন্য আন্দোলন হয় না। শিক্ষাই যেখানে একজন শিশুকে সঠিকভাবে বিকশিত করে দেশের কাজ করবে সেখানে শিশুরাই সঠিক শিক্ষা পায় না। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭৫ হাজার P. T. T. I. ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে খেলা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে রাজ্যের P. T. T. I. গুলিকে N. C. T. এর অনুমোদন নিতে দেয়নি। আবু হাসেম খাঁন চৌধুরী বলেন—রাজ্যে শিক্ষার হাল এক মহাসঙ্কিক্ষণে পেঁাছেছে। শিক্ষা নিয়ে বুদ্ধ সরকার কিছুই করছে না। শুধু সামাজিকভাবে মানুষ বিভাজন করছে। বড়লোকের ছেলেরা পড়বে নামি বিদ্যালয়ে আর গরীব ছেলেরা সরকারী বিদ্যালয়ে, যেখানে শিক্ষক নেই। তাই সরকারের এই পন্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। মইনুল হক বলেন, যে সব শিক্ষক ভয়ে বামপন্থী কোন ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত আছেন অথচ কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন, তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। কংগ্রেস দল সব সময় তাদের সঙ্গে আছে। তাই মইনুল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য শিক্ষকদের আবেদন জানান। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক স্বদেশ ভট্টাচার্য্য বলেন—১৯৯৫ সালের পর N. C. T. এর অনুমোদন ছাড়া যে সব সংস্থা থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের বেআইনি বলা হয়েছে। তাই আমাদের দাবি সমস্যার মূলে যখন রাজ্য সরকার তখন এই সরকারকেই এর সমাধান করতে হবে। পাশাপাশি পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় হারে বেতনক্রম, মহার্ঘভাতা চিকিৎসা ভাতাসহ আর্থিক বিষয় সমূহের সুযোগ ২০০৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে চালু করার দাবী জানান।

নতুন বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে পন্ডিত বাগানে প্রায় দু' কাঠা জায়গার উপর একটি একতলা নতুন বাড়ী বিক্রী আছে।

যোগাযোগ—৯৭৩২৫১৫৪৪৭

আজমাইলের মৃত্যু রহস্য (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঐ বন্ধুরাই পরিকল্পনা মতো আজমাইল ও তার প্রেমিকাকে নির্জন মাঠে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে আজমাইলকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। পরে মেয়েটিকে তারা ধর্ষণ করে ওকে ওর ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। মেয়েটির অচৈতন্য দেহ দেখে ভেবে নেয় ও মারা গেছে। এরপর আজমাইলের মৃতদেহ তারা রেল লাইনের ওপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরদিন সকালে গ্রাম লাগোয়া দক্ষিণপাড়া মাঠ থেকে মেয়েটির অচৈতন্য দেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওর গলায় নাকি ওড়নার ফাঁস দেখতে পাওয়া যায়। এদিকে আজমাইলের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ রেল লাইনের ধার থেকে গ্রামবাসীরা নিয়ে আসে। প্রকৃত ঘটনা চাপা দিতে গ্রামের মাতব্বররা পুলিশকে গোপন রেখে মৃতদেহ কবর দিয়ে দেয়। এখানে প্রত্যেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হওয়ায় কেউ এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাই না। তবে এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা রয়েই গেছে।

দাদাঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

"মেহমান নাওয়াজী"-র দ্বারোদ্ঘাটন এবং আই. এইচ. এস. ডি. পি. প্রকল্পের অধিন গরীব মানুষদের জন্য নবনির্মিত গৃহগুলির চাবি দেওয়া। সেই সাথে ডাকুয়া গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিক অনুদানের চেকও দেওয়া হয়েছিল। এর পরে রঘুনাথগঞ্জে জঙ্গিপুর পুরসভার নবনির্মিত 'টাউন হল'-এর দ্বারোদ্ঘাটন। রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় মার্কেট কমপ্লেক্সের শিলান্যাস। মন্ত্রীর শেষ অনুষ্ঠানটি ছিল মনে রাখার মত। হাসপাতাল মোড়ে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর) এর পূর্ণাঙ্গ মূর্তির শুভ উন্মোচন। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই ৺যামিনী পালের ঘরে দীর্ঘকাল পড়ে থাকা দাদাঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা এত মসৃণ হত না সাংবাদিক এবং লেখক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ছাড়া। ২১ ফেব্রুয়ারী প্রণববাবুর প্রথম অনুষ্ঠান ভারতীয় লঘু উদ্যোগ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর সৌজন্যে জঙ্গিপুর মহকুমার শিল্পনয়নের উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান জোতকমল নবতরুণ সংঘের মাঠে। জনসাধারণের চিকিৎসা পরিষেবা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতায় পরিবার কল্যাণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা চক্রের জঙ্গিপুর পি. ডবলিউ. ডি ময়দানের অনুষ্ঠান। সব শেষে বাণীপুরে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের আয়োজিত মেগা ক্রেডিট ক্যাম্পের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

রঘুনাথগঞ্জ পশু হাসপাতাল (১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামবাংলার মানুষ গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে রীতিমত নাজেহাল হচ্ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে হাতুড়ে চিকিৎসকের কবলে পড়ে অকালে মারা যাচ্ছিল এই সব গৃহপালিত জীব। এর পাশাপাশি এখানে একটা দুগ্ধ প্রকল্প চালুরও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আশপাশ এলাকা থেকে দুধ সংগ্রহ করে এখানে চিলিং প্ল্যাটে ঠান্ডার ব্যবস্থা থাকবে। শুরুর মুখে শহরে বাড়ী ভাড়া করে এই প্রকল্প চালু করা হবে। পরবর্তীতে সরকার অধিকৃত জায়গায় এটি নিয়ে আনা হবে। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান মৃগাঙ্ক।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।